

সবজি চাষে শ্রমিক থেকে কোটিপতি

বাস্তহারী ভূমিহীন মহির সবজি চাষ করে আজ কোটিপতি। এখন তিনি প্রায় বিঘা পাঁচেক জমির মালিক। তিন ছেলে সবাই আজ কর্মঠ। প্রতি বছর এখন তিনি জমি কেনার নেশায় নিমগ্ন থাকেন। পাবনা জেলার আচমড়া থানার শ্রীকান্তপুর গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ মহিরের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রথম জীবনে তার কোনো বসতবাড়ি ছিলনা। সেখানে ফসলি জমির তো প্রশ্নই ওঠে না। ভূমিহীন মহির নুরুল নামের এক লোকের বাড়ির উঠানে একটু জায়গা নিয়ে ছনের ঘর তুলে কোনো রকম জীবনযাপন করতে থাকেন।

পেটের তাগিদে বেছে নিয়েছিলেন মাটির তৈজসপত্র ফেরি করার ব্যবসা। সামান্য পুঁজি দিয়ে পাল বাড়ি থেকে মাটির কলস, থালা, সানকি, ব্যাংকসহ অন্যান্য তৈজসপত্র কাঁধে নিয়ে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করতেন। বাঁশের তৈরি বাকের ও মহিরের কাঁধের ঘর্ষ যুদ্ধে কাঁধে কড়া পড়ে যায় অচিরেই। তারপরও এ ব্যবসায় সামান্য যা লাভ হতো তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এভাবে চলতে চলতে তার বড় ছেলে কাজ করার উপযুক্ত হলে মহির তৈজসপত্রের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বাপ-বেটা জোতদারদের বাড়িতে কামলা দিতে শুরু করেন। নিজের রোজগারে সংসারের খরচ ও ছেলের রোজগার সঞ্চার হিসেবে ধরে রাখতে শুরু করেন মহির।

বছর ঘুরতেই জমির দাম কম থাকায় অর্ধবিঘা জমি কেনেন বাড়ি করার আশায়। নিজ জমিতে বাড়ি করে বাপ-বেটা করতে থাকেন শ্রমবিক্রি। অবসর সময়ে বাড়ির উঠানে চাষ করতে থাকেন বিভিন্ন জাতের সবজি। এখান থেকে উৎপাদিত সবজি বাজারে বিক্রি করে সঞ্চয় অর্থে তিনি এক বিঘা জমি কিনে সবজি চাষ শুরু করেন। তার দ্বিতীয় ছেলেও বড় হয়ে যায়। তিন বাপ-বেটা শ্রম বিক্রি ও সবজি চাষ করে বেশ অর্থ সঞ্চয় করতে থাকেন। এক সময় তিনি বুঝতে পারেন জমি চাষ করতে পারলে বেশ অর্থ উপার্জন করা যায়। এবার তিনি জমি না কিনে একটি পাওয়ার টিলার কেনেন। শুরু করেন অন্যের জমি চাষের ব্যবসা। বন্ধ করে দেন শ্রম বিক্রি। এবার ছেলে দিয়ে তিনি এ ব্যবসা শুরু করলেও নিজে সবজির চাষ ও ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। এবার প্রায় বিঘা পাঁচেক জমি কিনেছেন। অতিরিক্ত সঞ্চয় দিয়ে কিনেছেন গম ও ধান মাড়াই ও জমি চাষ করে উপার্জন করছেন প্রায় এক লাখ টাকা। শ্রীকান্তপুর গ্রামে কেউ এক-আধ বিঘা জমি বিক্রি করলে চলে আসে মহিরের কাছে। আজ তিনি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল।

গত গ্রীষ্ম মৌসুমে তিনি সিম চাষ করেন। সিম শীতের সবজি। সে কারণে গরমের সময় সিম বিক্রি করে তিনি প্রচুর টাকা লাভ করেছেন। আড়াই বিঘা জমিতে সিম চাষ করে এবার আরো জমি কেনার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা করেছেন।